মানববিদ্যা গবেষণাপত্র পঞ্চম সংখ্যা ॥ আষাঢ় ১৪২৯ ॥ জুলাই ২০২২ ॥ ISSN 2518-5853
কলা অনুষদ ॥ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ

বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকে শেক্সপিয়র

সুভাষ চন্দ্র সরকার*

গবেষণা-সারসংক্ষেপ: "বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকে শেক্সপিয়র" শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধে বাংলাদেশে প্রণীত শিক্ষানীতি ও গৃহীত ভাষা-পরিকল্পনার আলোকে বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকে শেক্সপিয়র রচনা, অনুবাদ ও রূপান্তর অন্তর্ভুক্তি, শেক্সপিয়র পাঠের বর্তমান অবস্থান, প্রাসঙ্গিকতা, ধারাবাহিকতা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের সাংবিধানিক জাতীয় আদর্শকে ভিত্তি ধরে একুশ শতকের প্রেক্ষাপটে দেশের ভাষা-পরিস্থিতি ও ভাষা-রাজনৈতিক অবস্থান বিবেচনা করে বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকে শেক্সপিয়র পাঠের উপযোগিতা ও যৌক্তিকতা উপস্থাপন করা হয়েছে। গবেষণা প্রবন্ধটি একটি গুণগত গবেষণাকর্ম যা বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করে সম্পাদন করা হয়েছে। গবেষণা প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকে শেক্সপিয়র পাঠ এবং সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রাথমিক উপকরণ পাঠ-পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং গবেষণার সামগ্রিক ধারণাকে সংহত এবং গবেষণার যথার্থতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সহায়ক উপকরণগুলো পর্যালোচনাপূর্বক প্রাপ্ত তথ্যাদি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য পাঠ-বিশ্লেষণ কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। "বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকে শেক্সপিয়র" শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধে গবেষণাকর্ম সম্পাদন ও বিশ্লেষণের জন্য সমাজভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন তাত্ত্বিক ধারণা ব্যবহার করা হয়েছে।

ভূমিকা

পাঠ্যপুস্তক হচ্ছে "আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় সুনির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসরণ করে শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ও শাখার জন্য পরিকল্পিতভাবে রচিত পুস্তক।" (বড়ুয়া ২০১২: ১২-১৩)। কোনো দেশের পাঠ্যপুস্তক সেই দেশের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিকে ধারণ করে একজন শিক্ষার্থীর জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য

* গবেষক, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ (আইবিএস), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, বাংলাদেশ।

তার মনের চিন্তাধারাকে সুগঠিত করে এবং সেই সাথে তার মনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে থাকে। পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত শিক্ষাধারা ও শিক্ষাব্যবস্থা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কার্যকর হতে পারে না। কোনো দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা, স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রভৃতিকে তুলে ধরতে পূর্বপরিকল্পিত ও পূর্ণপরিকল্পিত মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক অপরিহার্য। ফলে পাঠ্যপুস্তকের বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনার ক্ষেত্রে বিবেচ্য নিয়ামক হচ্ছে একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে দক্ষতা ও যোগ্যতার বিকাশ সাধন, তার মধ্যে মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি এবং সর্বোপরি তাকে মানবসম্পদে পরিণত করা। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক বিষয়ক অধ্যায়ে বলা হয়েছে:

> শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা ও কাঙ্ক্ষিত আচরণিক পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি দক্ষ, দেশপ্রেমিক, আত্মনির্ভরশীল, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন, শ্রমনিষ্ঠ সুনাগরিক জনগোষ্ঠী গড়ে তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য। ... শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের উপযোগী শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হবে। আর সেই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আলোকেই রচিত হবে পাঠ্যপুস্তক। (জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০: ৬০)।

ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে শেক্সপিয়রের অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে বিশ্বব্যাপী পাঠ্যপুস্তকে শেক্সপিয়রের সৃষ্ট সাহিত্যকর্ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ষোড়শ শতকের অন্তিম দিনটিতে যখন রাণী? এলিজাবেথ একটি ইংরেজ কোম্পানিকে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করার সনদ প্রদান করেন তখন শেক্সপিয়রের বয়স ছিল ছত্রিশ বছর এবং শেক্সপিয়র ১৭৮০ সালে উত্তর বা পূর্ব ভারত তথা কলকাতায় পরিচিত হওয়ার পূর্বে ১৭১৯ সালে দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজের সেন্ট জর্জ দুর্গের গ্রন্থাগারে প্রাথমিকভাবে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন (DasGupta, 1964)। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিজেদের প্রয়োজনে এবং নিজেদের বৃত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছোটখাট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি করেছিলেন। এসব স্কুলে শেক্সপিয়র শিক্ষাসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। সেসময় শিক্ষার্থীদের চার্লস ও মেরি ল্যামের *Tales from Shakespeare* অনুসরণ করে শেক্সপিয়রের নাটকের সহজবোধ্য গদ্য-রূপান্তর কিংবা শেক্সপিয়রের মূল নাটক থেকে নির্বাচিত নাট্যাংশ পাঠ বা আবৃত্তি করে শোনানো হতো। ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ, ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠ্যক্রমে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শেক্সপিয়রকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু ভাষার ভিন্নতা, বাঙালির দেশাচার ও উপনিবেশিক শাসকদের স্বার্থচিন্তা বাংলায় শেক্সপিয়র চর্চায় পরোক্ষভাবে মন্থর ও প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে। ইংরেজ ও পাকিস্তানি উপনিবেশিক শাসনামলের অবসান ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়। ইংরেজ শেক্সপিয়র বাংলাদেশে তাঁর অধিষ্ঠান ধরে রেখেছেন এবং সময়ের আবর্তে বাঙালির নিজস্ব সংস্কার ও ঐতিহ্যের সাথে আরো অধিকতর প্রাসঙ্গিক ও অপরিহার্য হয়ে উঠেছেন।

সাহিত্য পর্যালোচনা

প্রাচীন বাংলায় জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা শিক্ষাচর্চার প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু প্রাপ্ত সূত্রাদিতে শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে কোন পরিপূর্ণ তথ্য ও সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। প্রাচীনযুগে বাংলায় বৌদ্ধ সংঘারাম বা বৌদ্ধবিহার এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মকেন্দ্রগুলো ছোট-বড় শিক্ষায়তন হিসাবে গড়ে উঠেছিল। পাল ও সেন শাসনামলে শাসক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতশ্রেণি নিজেদের গৃহে কিংবা মন্দিরকে আশ্রয় করে চতুষ্পাঠী গড়ে তুলতেন এবং সাধ্যানুযায়ী বিদ্যার্থী গ্রহণ করতেন। বাংলায় সেনযুগে বৈদিকধর্ম এবং বেদ শিক্ষা উচ্চশ্রেণির মধ্যেই প্রসার লাভ করেছিল। এই কালপর্বে শিক্ষা যেমন সর্বজনীন ছিল না, তেমনি শিক্ষাব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক রূপও বহুকাল পর্যন্ত লক্ষ করা যায় না। মূলত প্রাচীন বাংলায় শিক্ষাব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ না করলেও গুরুগৃহ, আশ্রম বা বৌদ্ধ সংঘারাম কিংবা বৌদ্ধবিহারে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল এবং শিক্ষাচর্চা ও শাস্ত্রচর্চার প্রসার ঘটেছিল। মধ্যযুগীয় বাংলায় দুটি প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে তাদের স্ব স্ব ধর্মীয় রীতি-নীতি ও ঐতিহ্য অনুযায়ী পৃথক দুটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠে—টোল বা পাঠশালা এবং মকতব ও মাদ্রাসা। কাজী শহীদুল্লা তাঁর *পাঠশালা থেকে স্কুল* গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, মধ্যযুগের পাঠশালা ছিল তৎকালীন সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার মূল কেন্দ্র এবং পাঠশালায় সাধারণত কোনো মুদ্রিত বই ব্যবহার করা হতো না এবং শিক্ষক মৌখিকভাবেই ছাত্রদের পাঠদান করতেন এবং ছাত্ররা গুরুপ্রদত্ত তথ্যাদি মুখস্থ করতো। (শহীদুল্লা, ১৯৯৪) সতেরো শতক নাগাদই বাংলা পাঠশালার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটে এবং খড়-ছাওয়া মাটির ঘরে অথবা ছায়াযুক্ত গাছের তলায় এসব পাঠশালা বসত এবং দরিদ্র জনগণের শিক্ষার বাস্তব প্রয়োজন এই পাঠশালা বহুকাল ধরে মিটিয়ে আসছিল (সেনগুপ্ত ১৯৮৫: ১১)। কিন্তু ব্রিটিশ রাজত্বকালে উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে সনাতনী শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সূচনা ঘটে। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে লর্ড মেকলের বিখ্যাত Minute-এ প্রথম ভারতে পাশ্চাত্য বিষয়সমূহ শিক্ষাদানের সুপারিশসহ ইংরেজি ব্যবহারের প্রতি সরকারি অনুমোদন দেওয়া হয়। ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্গঠনের সর্বপ্রথম উদ্যোগ সূচিত হয় ১৮৫৪ সালের স্যার চার্লস উড-এর শিক্ষা প্রস্তাবের মাধ্যমে। উডের ডেসপ্যাচই বাংলায় আধুনিক গণশিক্ষার আইনি ভিত্তি রচনা করে এবং ইংরেজি ও মাতৃভাষার মাধ্যমে বাস্তবসম্মত জ্ঞানদানের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন ছিল উডের ডেসপ্যাচের মুখ্য ফলশ্রুতি।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পাঠ্যপুস্তক তৈরির উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইংরেজ আমলের টেকস্টবুক কমিটির আদলে "পূর্ববঙ্গ স্কুল টেকস্টবুক কমিটি" গঠিত হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সকল বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুত ও বিতরণ ছিল এই প্রতিষ্ঠানের কাজ। ১৯৫৪ সালে টেকস্ট বুক আইন পাশ হয় এবং সেই আইন অনুযায়ী "স্কুল টেকস্টবুক বোর্ড" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়

এবং পরবর্তীকালে ১৯৫৬, ১৯৬১ এবং ১৯৬৩ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্নভাবে পুনর্গঠিত হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত "বাংলাদেশ স্কুল টেকস্টবুক বোর্ড" ১ম থেকে ১০ম শ্রেণির সকল বিষয়ের সকল পাঠ্যপুস্তক নবজাত রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন, পরিমার্জন ও পুনর্লিখন করে আধুনিক ধ্যান-ধারণার আলোকে পাঠ্যপুস্তক সংযোজন করা হয়। ১৯৭৮ সাল থেকে শিক্ষাক্রমের উপর ভিত্তি করে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কাজ শুরু হয় এবং ১৯৮১ সালে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের জন্য 'জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র (এনসিডিসি)' নামে পৃথক একটি প্রতিষ্ঠান শিক্ষাক্রম উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৩ সালে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কাজে সমন্বয় সাধনের জন্য "জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮৩" এর মাধ্যমে স্কুল টেকস্টবুক বোর্ড ও জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্রকে একীভূতকরণের মাধ্যমে বর্তমান জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন ২০১১ অনুযায়ী বোর্ডের কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও যুগোপযোগী করার জন্য সংসদের ২৩তম অধিবেশনে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে মহান জাতীয় সংসদে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮৩ সংশোধন ও রহিতক্রমে "জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড আইন ২০১৮" প্রণয়ন করা হয় (জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড আইন ২০১৮, ২০১৮)। বর্তমানে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যবই প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করে।

"বাঙালির শেক্সপীয়র-সাহচর্যের বয়স খুব কম নয়, পলাশীর যুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতা হৃত হ'বার আগেই শেক্সপীয়রের আগমন ঘটে এদেশে।" (আহমেদ ১৯৮৮: ৯) বাংলাদেশে শেক্সপিয়র চর্চা ও শেক্সপিয়র-সমালোচনা নিয়ে আগ্রহ থাকলেও বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকে শেক্সপিয়র নিয়ে কোনো গ্রন্থ বা প্রবন্ধ নেই বললেই চলে। ফলে তথ্যের অপ্রতুলতা "বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকে শেক্সপিয়র" বিষয়ক গবেষণাকর্মে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কিন্তু বাংলাদেশে শেক্সপিয়র চর্চার বিদ্যায়তনিক ধারাবাহিকতা অনুধাবনে বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকে শেক্সপিয়র পাঠ সমাজভাষাতাত্ত্বিক গুরুত্ব বহন করে।

গবেষণা পদ্ধতি

"বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকে শেক্সপিয়র" শীর্ষক সমীক্ষাটি একটি গুণগত গবেষণা। এই গবেষণাকর্মে বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনামূলক গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে এবং গবেষণা কৌশল হিসাবে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা কৌশলের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকে শেক্সপিয়র বিষয়ক এই গবেষণায় প্রাথমিক উপকরণ হিসেবে ২০১২ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক,

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা ও ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত ও'লেভেল ও এ'লেভেলের ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণায় সহায়ক উপকরণ হিসেবে বাংলাদেশের শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, বাংলাদেশের শিক্ষানীতি-২০১০, বাংলাদেশের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক বিষয়ক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, গ্রন্থ, গবেষণা প্রতিবেদন, ইন্টারনেট ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকে শেক্সপিয়র বিষয়ক মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রধানত প্রাথমিক উপকরণ তথা পাঠ পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং গবেষণার সামগ্রিক ধারণাকে সংহত এবং গবেষণার যথার্থতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সহায়ক উপকরণগুলো পর্যালোচনাপূর্বক প্রাপ্ত তথ্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের জন্য সেগুলো উপযুক্ত স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে এবং উভয় উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য পাঠ-বিশ্লেষণ কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। "বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকে শেক্সপিয়র" শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধে গবেষণাকর্ম সম্পাদন ও বিশ্লেষণের জন্য সমাজভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন তাত্ত্বিক ধারণা ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণা প্রবন্ধে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে এবং তথ্যনির্দেশ তথা তথ্যসূত্র ও তথ্যপঞ্জি উল্লেখের কৌশলের ক্ষেত্রে আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত এপিএ, সপ্তম সংস্করণ শৈলী ব্যবহার করা হয়েছে।

বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকে শেক্সপিয়র

"১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ও ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর গৃহীত আইনি কাঠামো বাংলাদেশের ভাষানীতি ও ইংরেজির মর্যাদার মূল পটভূমি তৈরি করে।" (Banu and Sussex 2001: 122) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথম ভাগের ৩ নম্বর অনুচ্ছেদে "রাষ্ট্রভাষা" প্রসঙ্গে বলা আছে, "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা" (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ১৯৭২)। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে:

> রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন। (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ১৯৭২)।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২৫ এপ্রিল সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের জন্য নির্দেশ দেন এবং সরকারি অফিস-আদালতের দাপ্তরিক কাজে বাংলা ভাষা প্রচলনে সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি করেন। রাষ্ট্রীয় ওই আদেশে বলা হয়, "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। বাংলা আমাদের জাতীয় ভাষা।" (সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের জন্য নির্দেশ, ১৯৭২) বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭ অনুযায়ী, বৈদেশিক সম্পর্ক ব্যতীত অন্যান্য সকল সরকারি কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহার

আবশ্যিক। (বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭) সরকার ২০১২ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে একটা পরিপত্র জারি করে নির্দেশনা দেয় যে, বানানে সমরূপতা ও সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য বাংলা একাডেমি প্রমিত বানানরীতি অনুসরণ করা হবে। ২০১৫ সালে *সরকারি কাজে ব্যবহারিক বাংলা* নামের একটি পুস্তিকা ও ২০১৬ সালে প্রশাসনিক পরিভাষা, পদবির পরিভাষার বই তৈরি করা হয়। ফলে বাংলাদেশে ইংরেজি ব্যবহারের প্রতি সরকারি দিক-নির্দেশনা ও অনুমোদনের কারণে ইংরেজি কখনো দ্বিতীয় ভাষা কিংবা বিদেশি ভাষা হিসাবে পরিগণিত হয়েছে এবং লিখিত ভাষানীতির অভাব বাংলাদেশের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকের উপরও প্রভাব বিস্তার করেছে।

বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে শেক্সপিয়র নেই। বাংলাদেশের বর্তমান সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের সাথে শেক্সপিয়রের প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত ২০২১ শিক্ষাবর্ষ থেকে ৭ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত *আনন্দপাঠ (বাংলা দ্রুতপঠন)*-এর মধ্য দিয়ে। *আনন্দপাঠ*-এ উইলিয়াম শেক্সপিয়রের কালজয়ী বিয়োগান্তক নাটক *কিং লিয়ার* স্থান পেয়েছে। শহীদজননী জাহানারা ইমাম শেক্সপিয়রের নাটকটি *কিং লিয়ার* নামে বাংলা গদ্য-রূপান্তর করেছেন। *আনন্দপাঠ*-এর লেখক-পরিচিতি অংশে শেক্সপিয়র সম্পর্কে বলা হয়েছে:

> ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবশালী কবি ও নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপিয়র। ... মাত্র বায়ান্ন বছরের জীবনের মধ্যে তাঁর সাহিত্য রচনার কাল ছিল ত্রিশ বছরেরও কম। তিনি কমেডি ও ট্র্যাজেডিধর্মী নাটক রচনা করলেও পৃথিবীর সেরা ট্র্যাজেডি-লেখক হিসাবেই সম্মান পান। ... নাটকে তিনি আনন্দ-বেদনার অন্তরালে মানুষের জীবনের গভীর সত্যকে সন্ধান করেছেন। শেক্সপিয়র মৃত্যুবরণ করেন ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দে। (আকবর ও অন্যান্য ২০২০: ৪৫)।

নিচে একটি সারণির মাধ্যমে ২০১২ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকে শেক্সপিয়রের মূল রচনা, অনুবাদ ও রূপান্তর উপস্থাপন করা হলো:

সারণি-০১

শিক্ষাস্তর	শ্রেণি	পাঠ্যপুস্তক	শেক্সপিয়রের মূল রচনা/ অনুবাদ/রূপান্তর
প্রাথমিক	প্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত	বাংলা ও ইংরেজি	শূন্য
নিম্নমাধ্যমিক	৬ষ্ঠ শ্রেণি	বাংলা ও ইংরেজি	শূন্য
	৭ম শ্রেণি	মূল বাংলাপাঠ	শূন্য

		বাংলা দ্রুতপঠন (*আনন্দপাঠ*)	*কিং লিয়ার* (বাংলা গদ্য-রূপান্তর)
		ইংরেজি	শূন্য
	৮ম শ্রেণি	বাংলা ও ইংরেজি	শূন্য
মাধ্যমিক	নবম ও দশম শ্রেণি	ইংরেজি	*দ্য মার্চেন্ট অব ভেনিস* (ইংরেজি গদ্যরূপ)
উচ্চমাধ্যমিক	একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি	ইংরেজি	"Blow, blow, thou winter wind" (a short song from Shakespeare's play *As You Like It*)

(সূত্র: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ২০২০)

বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকে শেক্সপিয়রের অবস্থান বোঝার লক্ষ্যে ভারতের বাংলাভাষী পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ও ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক এবং ইংরেজিভাষী যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত ও লেভেল এবং এ লেভেল-এর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকের দুটি সারণি উপস্থাপন করা যেতে পারে:

সারণি-০২

শিক্ষাস্তর	শ্রেণি	পাঠ্যপুস্তক	শেক্সপিয়রের মূল রচনা/ অনুবাদ/রূপান্তর
মাধ্যমিক	নবম ও দশম শ্রেণি	বাংলা ইংরেজি	শূন্য
উচ্চমাধ্যমিক	একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি	ইংরেজি	ম্যাকবেথ (*Tales from Shakespeare* হতে ইংরেজি গদ্য রূপান্তর)
			ওথেলো
			দ্য কমেডি অব এররস
			এ্যাজ ইউ লাইক ইট
			টুয়েলফথ নাইট

(Source: www.wbchse.nic.in)

সারণি-০৩

শিক্ষাস্তর	পাঠ্যপুস্তক	শেক্সপিয়রের মূল রচনা
ও লেভেল	ইংরেজি	*ম্যাকবেথ* (মূল নাটক)
		রোমিও এ্যান্ড জুলিয়েট (মূল নাটক)
এ লেভেল	ইংরেজি	সনেট-১৯ (কবিতা)
		মাচ এ্যাডো এ্যাবাউট নাথিং (মূল নাটক) *দ্য উইনটারস টেল* (মূল নাটক) *কিং লিয়ার* (মূল নাটক)

(Source: www.cambridgeinternational.org)

ফলাফল, আলোচনা ও সুপারিশ

বাংলাদেশে শেক্সপিয়র চর্চার মধ্য দিয়ে আমাদের শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভাষাজ্ঞানের উন্নয়ন ও চিরায়ত সাহিত্যের সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু একাধিক শতাব্দী অতিক্রম করেও আমাদের সীমাবদ্ধতা, সমন্বয়হীনতা ও সুষ্ঠু ভাষা-পরিকল্পনার অভাবে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় শেক্সপিয়র চর্চা কাঙ্ক্ষিত মাত্রা লাভ করতে পারেনি। বাংলাদেশের একজন সাধারণ শিক্ষার্থী বর্তমান শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর সম্পন্ন করলেও পাঠ্যপুস্তকে শেক্সপিয়রের মূল নাটক ও সনেট পাঠ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় একজন সাধারণ শিক্ষার্থী তার ১২ (বারো) বছরের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনে শেক্সপিয়রের একটি অনূদিত নাটক, একটি রূপান্তরিত নাটক ও একটি গান বা কবিতা পড়ছে। ফলে বিশ্বায়ন ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীরা ভাষাগত দক্ষতা ও সাহিত্যবোধে কিছুটা হলেও পিছিয়ে পড়ছে। একজন শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক স্তর অতিক্রম করে হয়ত একজন ডাক্তার বা প্রকৌশলী কিংবা অর্থনীতিবিদ অথবা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হয়ে উঠবে কিন্তু শেক্সপিয়র পাঠশূন্যতা পরবর্তী প্রজন্মকে মানবিক ও বৈশ্বিক হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে।

কোনো ভাষা স্থান, কাল ও পাত্রভেদে ধ্রুপদী ভাষা, জাতীয় ভাষা, রাষ্ট্র ভাষা, দাপ্তরিক ভাষা, দ্বিতীয় ভাষা, তৃতীয় ভাষা, ঐতিহ্য ভাষা, বিদেশি ভাষা, আন্তর্জাতিক ভাষা ও বৈশ্বিক ভাষা ইত্যাদি নানা বিশেষণে বিশেষায়িত হতে পারে। বাংলা ভাষা বাংলাদেশে জাতীয় ভাষা এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসামে ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যের রাজ্য ভাষা হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে বিধায় এটি আন্তর্জাতিক ভাষার অভিধা লাভ করেছে। বাংলা

বিশ্বের ৩০ (ত্রিশ) কোটি মানুষের মাতৃভাষা, বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা ও সরকারি ভাষা। বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হওয়ায় শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে বাংলা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এদিক থেকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষায় শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আদলে ২০১১ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুনঃনির্ধারিত হয়েছে শিশু-শিক্ষার মৌল আদর্শ ও শিশুর সার্বিক বিকাশের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সামনে রেখে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির *English for Today* বইয়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ইংরেজি ভাষা শোনা ও বলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পড়া ও লেখার লেখার দক্ষতা বৃদ্ধি করে তাদের মনোজগত বিকশিত করা হবে। ফলে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে শেক্সপিয়রের সরলীকৃত অনুবাদ ও গদ্য রূপান্তর অন্তর্ভুক্ত করে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

পাঠ্যপুস্তক শিক্ষাব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ বলেই পাঠ্যপুস্তকের উন্নয়ন ও যুগোপযোগীকরণ সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সংযোজন, সংশোধন, পুনর্লিখন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে একটি পাঠ্যপুস্তক ক্রমশ যথার্থ উচ্চ মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক হিসেবে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের নিকট গ্রহণযোগ্য ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে এবং সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকে শেক্সপিয়র-এর মূল রচনা, অনুবাদ ও রূপান্তর সংযোজন, সংশোধন, পুনর্লিখন ও পরিমার্জন করা উচিত। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড-এর ২০১২ সাল থেকে প্রণীত ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক ও পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড-এর ২০১৪ সাল থেকে প্রণীত ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণির বাংলা ও ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকে শেক্সপিয়র নেই (পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ও পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ, ২০১৪)। পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিল-এর ২০১৩-১৪ সাল থেকে প্রণীত একাদশ শ্রেণির ইংরেজি বইয়ের সহপাঠ অংশে চার্লস ও মেরি ল্যামের *Tales from Shakespeare* থেকে মোট পাঁচটি নাটক পাঠ্য করা হয়েছে এবং নাটকগুলো হলো: *ম্যাকবেথ*, *ওথেলো*, *দ্য কমেডি অব এররস*, *এ্যাজ ইউ লাইক ইট এবং টুয়েলফথ নাইট* (পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিল, ২০১৪)। অন্যদিকে শেক্সপিয়রের জন্মস্থান ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ২০১০ সাল থেকে প্রণীত ও লেভেল ইংরেজি পাঠ্যসূচিতে দুটি মূল নাটক *ম্যাকবেথ* ও *রোমিও এ্যান্ড জুলিয়েট* (Cambridge olevel, 2020) এবং এ লেভেল ইংরেজি পাঠ্যসূচিতে কবিতা সনেট-১৯ এবং তিনটি মূল নাটক *মাচ এ্যাডো এ্যাবাউট নাথিং*, *দ্য উইনটারস টেল ও কিং লিয়ার* পড়ানো হয়। (Cambridge alevel, 2021) ভারতের পশ্চিমবঙ্গে এবং যুক্তরাজ্যে একজন শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শেক্সপিয়রের পাঁচটি নাটক ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকে পড়ছে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের একজন শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শেক্সপিয়রের দুটি নাটক বাংলা ও ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকে পড়ছে।

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে ইংরেজি ভাষা শিখতে হবে ও ইংরেজি সাহিত্য জানতে হবে। একটি আন্তর্জাতিক ভাষা জানানোর মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীকে বিশ্বসাহিত্যের রস সহজেই আস্বাদন করানো যায়, দেশীয় সাহিত্যে প্রবেশ করানো যায়। যারা ইংরেজি ভালো জানেন, তারা ভালো বাংলাও জানেন। ফলে ইংরেজী নিয়ে অহেতুক আতঙ্কিত না হয়ে বরং তার শুদ্ধ অনুশীলন ও ব্যবহারে প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করা দরকার। বাংলা ভাষা বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা এবং রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হল বাঙালি জাতীয়তাবাদ। সংবিধানে ভাষানীতির মূল ভিত্তি রচিত হলেও ভাষা-পরিকল্পনার অভাবে তা কার্যকর হতে পারেনি। একটি আধুনিক ও জাতীয়তাবাদী ভাষানীতি প্রণীত ও বাস্তবায়িত হলে সরকার ভাষা-পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রশাসনিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবে এবং তা বাস্তবায়নের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হবে এবং তা বাস্তবায়ন সম্ভব হলে বাংলাদেশ ভাষিক সমস্যাজনিত রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে নিষ্কৃতি পাবে। একটি ভাষা কমিশন গঠন করে আমাদের ভাষানীতি প্রণয়ন করতে হবে, যাতে এ বিষয় নিশ্চিত হয় যে আমরা সবাই সঠিকভাবে বাংলা পড়তে, লিখতে ও বলতে পারি এবং বিদেশী ভাষা কোনটি বা কয়টি কীভাবে, কত সময়ের মধ্যে এবং কোন বয়সে শিখব। ভাষার মর্যাদা ও অবয়ব ঠিক করা এবং ভাষার মর্যাদা নিরূপণ প্রক্রিয়ায় অংশীজন হিসাবে বাংলাদেশ সরকার, লেখক ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, বাংলা একাডেমি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে সমন্বিত দায়িত্ব পালন করতে হবে।

উপসংহার

শেক্সপিয়র আবহমান এবং তিনি তাঁর পাঠকদের কাছে মানব আচরণ ও জীবনের বিশ্বস্ত প্রতিবিম্ব তুলে ধরেছেন। শেক্সপিয়র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, "শেক্স্পীয়ারের নাটক আমাদের কাছে বরাবর নাটকের আদর্শ। তাঁর বহু শাখায়িত বৈচিত্র্য, ব্যাপ্তি ও ঘাত-প্রতিঘাত প্রথম থেকেই আমাদের মনকে অধিকার করেছে।" (ঠাকুর ১৯৪০: ৯) শেক্সপিয়রের সার্বজনীনতা ও প্রাসঙ্গিকতা বিশ্বব্যাপী তাঁর ৪০০তম মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপনের মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাঙালির নিজস্ব সংস্কার ও ঐতিহ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে শেক্সপিয়র-পাঠ বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইংরেজি ভাষাজ্ঞানের উন্নয়ন ঘটাবে ও তাদের মধ্যে মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করবে; তাদেরকে সংকীর্ণতামুক্ত বিশ্বমানবে পরিণত করবে। তাই বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যস্তর বিবেচনা করে শেক্সপিয়রের মূল রচনা, অনুবাদ ও রূপান্তর অন্তর্ভুক্ত করে আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের ঋদ্ধ করতে পারি এবং তাদের মধ্যে মানবিকতা, নৈতিকতা, প্রকৃতি-চেতনা ও বিশ্বজনীনতাবোধের উন্মেষ ঘটাতে পারি। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, উন্নয়ন, নবায়ন, নিরীক্ষণ এবং সংস্কার সংশ্লিষ্ট জাতীয় প্রতিষ্ঠান "জাতীয়

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড" এবং এই প্রতিষ্ঠানের অভিলক্ষ্য হচ্ছে সৃজনশীল, দক্ষ ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন নাগরিক হিসেবে শিক্ষার্থী গঠনের লক্ষ্যে মানসম্মত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন। ফলে শেক্সপিয়র পাঠ শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়ন ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকূশল নাগরিক গড়ে তোলার লক্ষ্য বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। মূলত বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকে শেক্সপিয়রের মূল রচনা, অনুবাদ ও রূপান্তর অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে সরকারকে সঠিক ভাষানীতি প্রণয়ন, যুগোপযোগী ভাষা-পরিকল্পনা অনুসরণ ও মানসম্মত শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে হবে।

তথ্যসূত্র

আকবর, শ্যামলী ও অন্যান্য (২০২০)। *আনন্দপাঠ* ৭ম শ্রেণি। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

আহমেদ, শফি (১৯৮৮)। *বঙ্গদেশে শেক্সপীয়র।* (বাংলা একাডেমি, ঢাকা)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (১৯৭২)। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড আইন ২০১৮ (২০১৮)। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৯৪০)। *মালিনী*। সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, কলকাতা।

বড়ুয়া, সুব্রত (২০১২)। শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন: পাঠ্যপুস্তকের ভূমিকা। *বাংলাদেশ শিক্ষা সাময়িকী*, ৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১২-১৩।

বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭)। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

শহীদুল্লা, কাজী (১৯৯৪)। পাঠশালা থেকে স্কুল (আবদুল মমিন চৌধুরী, অনু.)। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। (মূল লেখা প্রকাশিত ১৯৮৭)

শিক্ষা মন্ত্রণালয় (২০১০)। *জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০*। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের জন্য নির্দেশ, ১৯৭২ (১৯৭২)। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

সেনগুপ্ত, সুখময় (১৯৮৫)। *বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা: বাঙালীর শিক্ষা চিন্তা*। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা।

Banu, Rahela and Sussex, Roland (2001). English in Bangladesh after independence: Dynamics of policy and practice. *Who's Centric Now? The Present State of Post-Colonial Englishes* (B. Moore ed.). Oxford University Press, Victoria.

Billah, Quazi Mustain et al. (2020). *English for Today,* Classes XI-XII & Alim. National Curriculum and Textboard Board, Dhaka.

DasGupta, R. K (1964). Shakespeare in Bengali Literature. *Indian Literature*, Vol. 7, No. 1, pp.16-26. Sahitya Akademi, New Delhi.

Shams, Raihana et al. (2020). *English for Today*, Class 9-10. National Curriculum and Textboard Board, Dhaka.